ভারতের লোককথা

সম্পাদনা
জগত সাহা

পুনশ্চ

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বইয়ের অভাব নেই। গল্পকাহিনী ছড়া রূপকথা — নানারকম সাহিত্যের সম্ভারে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ। কিন্তু এক মলাটের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশের লোককথা দিয়ে সাজানো-গোছানো বাংলা বই বড়ো-একটা নেই, থাকলেও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই অভাবটি অভিভাবক হিসেবে অনেকের মতো আমিও উপলব্ধি করি, এবং একটি সর্বভারতীয় লোককথার সঙ্কলনের পরিকল্পনা নিই। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার সুখ্যাত প্রকাশন সংস্থা 'পুনশ্চ' সাগ্রহে আমার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে, এবং ভারতের লোককথা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। তারই ফল ভারতের লোককথার প্রকাশ।

এই সঙ্কলনে ভারতের প্রায় সব অঞ্চলের লোককথা সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনের দুরূহ কাজটি আমিই পালন করেছি, সঙ্কলনের অনেক কাহিনীও আমি লিখেছি। কিন্তু এত বৃহৎ কর্মকাণ্ড একার পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার; সুতরাং আমি একাজে অনেকের সাহায্য নিয়েছি, তাঁরা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনও করেছেন। প্রত্যেকটি রচনার শেষে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাঁদের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শুধু কাহিনী সঙ্কলন নয়, গ্রন্থসজ্জা ও অলঙ্করণের ব্যাপারেও 'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থা অত্যন্ত যত্ন নিয়েছেন যা আমার মতো সর্বসাধারণকেও বিস্মিত করবে। আমার পরম স্নেহভাজন দুই শিল্পী শান্তনু দে ও শঙ্কর বসাক অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে গ্রন্থের অঙ্গ-সজ্জা, অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ রচনা করে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। 'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থার সুযোগ্য সেনাপতি সন্দীপ নায়ক এই ব্যয়বহুল পৃথুলকলেবর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যত্ন, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের এক আশ্চর্য নজির রেখেছেন। তাঁকে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। সব শেষে জানাই, যাদের জন্য ভারতের লোককথা প্রকাশ, সেই সারা বাংলার শিশু ও কিশোর যদি এই বই পড়ে আনন্দ পায়, তাদের মানসিক ও কাল্পনিক শক্তির বিকাশ হয় তাহলে আমি আমার সমস্ত প্রয়াস সার্থক হয়েছে মনে করব।

বড়োদিন, ২০০২
চন্দননগর

জগত লাহা

বিষয়সূচি

❒ অন্ধ্রপ্রদেশ ৯-৩০

বুদ্ধিমতী ১১

অপদেবতা ১৬

এক কৃপণ আর একটি ছুঁচ ২৩

রাজযোটক ২৫

অকৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ প্রাণী ২৬

ঘোড়ার ডিম ২৮

কোমাতির বুদ্ধি ৩০

❒ কর্নাটক ৩১-৭৪

পুণ্যকোটির সত্যরক্ষা ৩৩

তিনমূর্তির রহস্য ও আপ্পাজি ৩৬

রাজা যখন ভিক্ষা মাগে ৩৯

ঈশ্বরের কৃপা ৪৪

গাধা কি মানুষ হয়? ৫০

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ৫৪

চালাক ব্রাহ্মণের গল্প ৫৭

মৃতদেহ ফিরে পায় প্রাণ ৬০

স্বপ্নকাহিনী ৬৫

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু ৬৮

ভাগ্যবল ও কর্মবল ৭১

❒ বঙ্গদেশ ৭৫-১১৪

কাজলরেখা ৭৭

দুখু আর সুখু ৮৭

বাঘামামা ৯৪

আশ্চর্য ফুলগাছ আর আটটি ফুলের গল্প ১০০

কোজাগরী জোছনায় ১০৫

রাজপুত্র আর ঘুমন্তপুরী ১১০

❒ গুজরাট ১১৫-১৫২

গাধা ১১৭

আঙ্গী জসল ১২১

ধূর্ত ব্রাহ্মণ ১২৫

ছেলে ১২৮

পদ্মফুলের গল্প ১৩২

সাহসী আরবের কাহিনী ১৩৫

বলিদান ১৪০

নিয়তি ১৪২

নাগমদেবী ১৪৬

সর্ষে বীজ ১৪৯

❒ হরিয়ানা ১৫৩-১৮০

তু-পি, তু-পি ১৫৫

কুন্দনলালের অতিথিসেবা ১৫৭

বক্‌বকানির ওষুধ ১৫৯

অ-কাজের লোক ১৬১

কিপ্‌টে মুদি আর চালাক বামুনের গল্প ১৬৪

ঘুমের মাশুল ১৬৮

উপকারীর শিক্ষা ১৭০

রূপ আর বসন্তের গল্প ১৭৩

একী হল? কেন হল? ১৭৭

❒ রাজস্থান ১৮১-২১৪

এক ফোঁটা ক্ষীর ১৮৩

বুদ্ধিমতী বধূ ১৮৭

একজন খাঁটি রাজপুত ১৯৭

সাহসী মেয়ে ২০৯

পাঁচ চাষি ২১১

তিনটি ঘড়া ২১৩

❒ মহারাষ্ট্র ২১৫-২৪৮

সতী গোদাবরী ২১৭

পাখিদের কেন ঘর নেই ২২০

ভীলদের সৃষ্টিকাহিনী ২২৩

মৃত্যুভয় ২২৫

পাঁচ কারিগর ২২৮

ভূতের জন্মলাভ ২৩৩

সততার পুরস্কার ২৩৬

হাজারমারিয়ার গল্প ২৪১

টাকার গাছ ২৪৪

কমলারানি ও একটি পরশপাথর ২৪৬

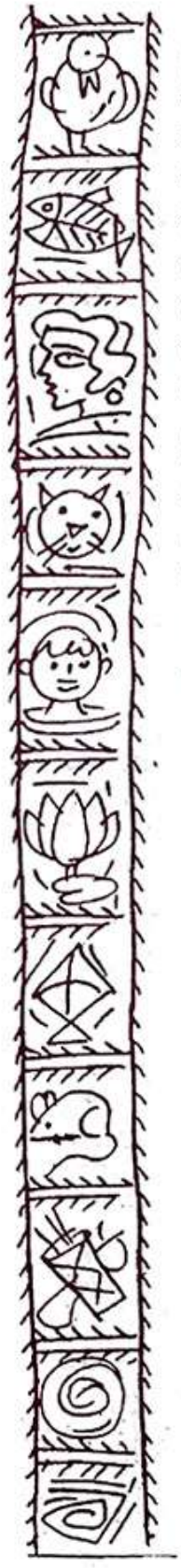

❐ তামিলনাড়ু ২৪৯-২৮২
ভাগ্যের অনুসন্ধান ২৫১
দূরদর্শী মহামন্ত্রী ২৫৬
আরশি ২৬০
দুইবন্ধু ২৬৪
অলৌকিক পালঙ্ক ২৬৮
জ্যোতিষী ও কয়েকজন দস্যু ২৭২
অলৌকিক পেয়ালা ২৭৪
দর্জি ও কুঁজো ২৭৮

❐ অসম ২৮৩-২৯৪
এক বামুন আর এক চাকর ২৮৫
চৌর কাহিনী ২৯০
রানি কমলাকুওরি ২৯২

❐ ওড়িশা ২৯৫-৩০৮
রামুর কারসাজি ২৯৭
বুজির কল ২৯৯
এক বরে সব ৩০১
মীমাংসা ৩০২
ভাগ্যের শাস্তি ৩০৫
লোভের শাস্তি ৩০৭

❐ উত্তরপ্রদেশ ৩০৯-৩২২
পরিশ্রমী চড়ুই ও অলস কাক ৩১১
চার অন্ধ ৩১৪
এক চাষা ও তার বউ ৩১৭
কে বিশ্বাস করে ৩১৯

❐ পঞ্জাব ৩২৩-৩৫০
ভাই-ভাই ৩২৫
রাজা রসালুর অভিযান ৩৩৪

❐ কেরল ৩৫১-৩৬৪
সত্যবাদী চাকর ৩৫৩
এক বিখ্যাত কথাকলি অভিনেতা ৩৫৫
ভারিক্কি জামাই ৩৫৭
নাপিতের বুদ্ধি ৩৫৯
সেই লোক যে চিতাবাঘের লেজ ধরেছিল ৩৬১
ভুলো জামাই ৩৬৩

❐ বিহার ৩৬৫-৩৭৬
এক তাঁতি এবং একটি অদৃশ্য মেঘ ৩৬৭
স্বর্গের হাতি ও মর্তের মানুষ ৩৭০
শিশু বর যুবতি কনে ৩৭২
পুজো পাচ্ছেন ব্রহ্মদৈত্য ৩৭৫

❐ মধ্যপ্রদেশ ৩৭৭-৩৯০
রাজার রাজা ৩৭৯
গান কেনা ৩৮৪
কথা বলা পুতুলেরা ৩৮৮

❐ কাশ্মীর ৩৯১-৪১৬
প্রধান রানি ৩৯৩
গল্পের দানো ৩৯৭
পেতলের বাসন ৪০১
জাদু পেয়ালা ৪০৬
এক চোর সর্দারের কীর্তি ৪১৩

❐ ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড,মণিপুর, ত্রিপুরা, খাসিয়া ৪১৭-৪৮০
লালুর আংটি ৪১৯
লক্ষ্মণ ও বুনো মোষদের কাহিনী ৪২৬
এক দুষ্টু ভূতের গল্প ৪৩২
মলয় উপত্যকার ভালোমানুষেরা ৪৩৬
র‍্যাবডেনসির ড্রাগন ৪৪০
গোপন কথা মেয়েদের বলতে নেই ৪৪২
নাগদের প্রাণীহত্যার কাহিনী ৪৪৫
এক মূর্খ বাঘ ও এক ধূর্ত মানুষের গল্প ৪৪৮
বাঘ-মানুষ ৪৫৪
সূর্যের নবজন্ম ৪৫৮
চালাক শজারু ও বোকাহাতির গল্প ৪৬০
সেয়ানে সেয়ানে ৪৬৫
পেতনির মৃত্যু ৪৬৮
এক বালিকা ও সর্পপিতার গল্প ৪৭০
দুই যমজ ভাইয়ের গল্প ৪৭২
এক অনাথ বালক ও দৈত্যের গল্প ৪৭৪
কা-নম্ ৪৭৭

অন্ধ্রপ্রদেশ

বুদ্ধিমতী

এক ব্রাহ্মণী। তার নাম কী ছিল কে জানে! উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে তাকে গ্রামের সবাই ডাকত বুদ্ধিমতী বলে।

একবার বুদ্ধিমতী স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গোরুর গাড়ি করে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। বাপের বাড়ির পথে পড়ে একটা ভীষণ ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাড়িটা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেয়ে বলদ দুটো ভয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার! কিছু আঁচ করার আগেই বলদ দুটো দড়ি ছিঁড়ে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যেদিকে পারল—লাগাল দৌড়। বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ এবং গাড়োয়ানটাকে গাড়ি থেকে নেমে বলদ দুটোর পেছন ধাওয়া করতে হল,— ধরে-বেঁধে গাড়িতে জুড়ে অন্তত এই ভয়ংকর বনটা তো আগে পার হতে হবে!

বুদ্ধিমতী আর কী করে! সে ছেলেমেয়েদের নামিয়ে গাছের নীচে বসে স্বামী আর গাড়োয়ানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঠিক এমনি সময় একটা বাঘ ঝোপের আড়াল থেকে ব্রাহ্মণী আর তার ছেলেমেয়েদের দেখতে পেয়ে গেল। একসঙ্গে এতগুলো খাবার দেখে বাঘ তো আহ্লাদে আটখানা! আহা, কতদিন সে নরমাংস খায়নি! হাবিজাবি খেয়ে খেয়ে জিবটা একেবারে তেতো হয়ে গেছে। কতদিন পর আজ ভগবান তার উপর সদয় হয়েছেন! সে কি হেলাফেলা করে এমন সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করতে পারে! লোভে বাঘের জিব থেকে জল ঝরতে লাগল।

কিন্তু, ব্রাহ্মণীর দশাসই চেহারা দেকে বাঘ বেশ খানিকটা দমেও গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল : বামনিকে দেখে তো খাণ্ডারনি বলেই মনে হচ্ছে। শিকার ধরতে গিয়ে শেষমেশ বেঘোরে নিজের পৈতৃক প্রাণটাই দিতে হবে না তো! নাহ, দুম করে ঘাড়ে চেপে বসে কাজ নেই। তার আগে অন্তত বার কয়েক ভেবে-চিন্তে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। হায় রে, এই সময় যদি আমার মন্ত্রী শিয়ালপণ্ডিতটা কাছে থাকত,—তার কাছ থেকে একটা সুযুক্তি পাওয়া যেত ঠিকই। তার খোঁজেই যাব নাকি? তার কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে এতটা ঝুঁকি নেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।

পরমুহূর্তেই বাঘ সাহস ভরে ভাবতে লাগল : আমি যখন এতই ক্ষুধার্ত, তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাজ কি? যারা বুদ্ধিমান, তারা কখনো সময়ের অপচয় করে না। কী আর হবে! বামনির গায়ে জোর আর কত? প্রথমে ওকেই ধরে গিলে নেব, তাহলে আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না।

বুদ্ধিমতীও বাঘকে দেখল। ভয়ে তার হাত-পায়ে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু বিপদে ধৈর্য হারালে তো চলবে না! সাহসে বুক বাঁধতে হবে। নচেৎ বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে যাবে।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের গায়ে সজোরে চিমটি কেটে তাদের জাগিয়ে তুলল। চিমটির জ্বালায় ছেলেমেয়েগুলো তারস্বরে কাঁদতে শুরু করে দিল।

তখন বুদ্ধিমতী তাদের গায়ে থাবড়ে থাবড়ে আদর করার ভান করে বাঘকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল ঃ বাছারা, কাঁদিস কেন? আমি কী করব? কোত্থেকে এখন তোদের বাঘের মাংস এনে দেব? আমি তো এইজন্যেই বনে এসেছি। কিন্তু একটু সবুর কর। এখনো পর্যন্ত একটা বাঘেরও তো টিকি দেখতে পেলাম না। যদি একটা বাঘও পাই, মেরে—তার মাংসই ভাগ করে তোদের খেতে দেব। আর যদি একটার বেশি পাই, তাহলে তো তোদের গোটা-গোটাই খেতে দিতে পারি। সোনার বাছারা, যতক্ষণ একটা বাঘকেও ধরতে না পারি, ততক্ষণ তোরা ঘুম যা। ছেলেমেয়েদের এই ভাবে প্রবোধ দিয়ে বুদ্ধিমতী একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া সুর করে টেনে টেনে আবৃত্তি করতে লাগল।

এদিকে বুদ্ধিমতীর কথা শুনে বাঘের তো হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। তার হাত-পা কাঁপছে। পায়ের তলার মাটিই যেন সরে যেতে বসেছে।

প্রথমে সে কোনোরকমে গুড়ি মেরে ধীরে ধীরে ঝোপের ভেতরে গিয়ে সেঁধোল, তারপরে এক লাফে পগার-পার। ছুটতে ছুটতে সে কয়েক মাইল পেরিয়ে এসে একটা টিবির উপর বসে বেদম হাঁপাতে লাগল, আর ভয়ে ভয়ে চারদিকে ডুলডুল করে চেয়ে দেখতে লাগল—বামনি তার পেছনে পেছনে এখানেও এসে হাজির হয়েছে কিনা!

ঠিক সেই সময় তার মন্ত্রী শিয়ালপণ্ডিত হঠাৎ সেখানে এসে হাজির। বাঘমশাইকে হাপরের মতো হাঁপাতে দেখে খানিকটা অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ পশুরাজ, ব্যাপার কী? আপনি একেবারে একা-একা এত দূরে চলে এসেছেন,—কাছেই গ্রাম,—লোকজন লাঠি-সোটা নিয়ে ছুটে আসতে পারে!— আপনার পরিচারকেরা সব কোথায়? এরকম প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া আপনার বোধহয় উচিত হচ্ছে না। আমাদের এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। চলুন, আমরা আমাদের নিরাপদ জায়গায় ফিরে যাই।

মন্ত্রী-শিয়ালের কথা শুনে বাঘ বলল ঃ বৎস শৃগাল, আমি পুনর্জন্ম পেয়েছি। গত জন্মে খুব পুণ্যি করেছিলাম, তাই আজ এখনো বেঁচে আছি, এবং তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি। সেই নিদারুণ ঘটনা বর্ণনা করতে আমার লজ্জা হচ্ছে, দ্যোখো তো, আশেপাশে কেউ আছে কিনা! যদি কেউ শুনে ফেলে তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাঘ সমুদয় কাহিনী বিবৃত করে শোনাল মন্ত্রীমশাইকে।

গল্পটা শুনে শিয়ালের হাসি পেল। সে বলল ঃ আপনার মুখে যে-সব কথা শুনলাম, তাতে আমি খুব অবাক হচ্ছি, পশুরাজ। মনে রাখবেন, আপনি ব্র্যাঘ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশ সিংহবংশের চেয়ে গৌরবে ও মর্যাদায় কিছুমাত্র গৌণ নয়। অথচ আপনি কাপুরুষের মতো কথা বলছেন। যদি একথা সত্যি হয় যে আপনি তুচ্ছ এক বামনির ভয়ে পালিয়ে এসেছেন, তাহলে সমগ্র ব্যাঘ্র সমাজকেই আপনি হেয় করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মতো যে-সব ভৃত্য আপনার উপর ভরসা করে বেঁচে আছে, দেখছি—এখন থেকে তাদের অনাহারেই মরতে হবে। কী লজ্জা! একটা মেয়েছেলে বলল তার ছেলেমেয়েদের বাঘের মাংস খাওয়াবে বলে বাঘের খোঁজ করছে,—আর আপনি তা-ই শুনে পড়ি-কী-মরি করে ছুটে পালিয়ে এলেন! আমার সঙ্গে চলুন,

সেই মহিলাকে দেখান। আমিই আপনাকে সেই মহিলা আর তার ছেলেমেয়েদের উপহার দেব। আপনি তাদের রক্তপান করে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবৃত্ত করবেন।

বাঘ উত্তর দিল ঃ তোমার সাহসিকতা এবং বুদ্ধির সঙ্গে আমার ভালোমতোই পরিচয় আছে। তুমি এখানে অনেক আগড়ুম-বাগড়ুম বলছ বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তোমার মুখ দিয়ে রা-ও সরবে না, আমি তা জানি। এখন আমি এক পা-ও নড়ছি না। যদি ইচ্ছে হয়, তুমি একাই যাও। ওই ভয়ংকর মহিলা চলে যাওয়ার পর তবেই আমি সেখানে যাব।

শিয়াল ওকালতি করে বলল ঃ হে নির্ভীক পশুরাজ, এইভাবে লুকিয়ে কতক্ষণ আপনি থাকতে পারবেন? আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি ওই মহিলাটির চালে ভুলব না। উঠুন! যদি আমার কথা আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি লতা দিয়ে আমাকে আপনার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলুন।

এই কথা বলে শিয়াল বাঘের দেহের সঙ্গে নিজেকে নিজেই লতা দিয়ে কষে বাঁধল, এবং যেখানে বুদ্ধিমতী বসে আছে সেই জায়গার দিকে বাঘকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

বুদ্ধিমতী দুই মূর্তিমানকেই দেখল এবং ভীষণ ভয় পেল। হঠাৎ তার মাথায় আর একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ ও, শেয়ালপণ্ডিত! কী ঠকানোটাই না আমাকে ঠকালে। দুনিয়ায় শিয়ালদের মতো শঠ আর প্রতারক আর কে আছে! আমার কাছে ঘুষ খেয়ে প্রতিজ্ঞা করে গেলে যে তুমি দু-দুটো বাঘকে একসঙ্গে ধরে আনবে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত টালবাহানা করছ। বলি, আর একটা বাঘ কই? একটাকে আনলে কেন? আমার ছেলেমেয়েরা খিদেয় মরে যাচ্ছে,—একটা বাঘে কি তাদের খিদে মিটবে? ঠিক আছে, তুমিই এসো, আমি তোমাকেও মারব, এবং তোমার মাংসও ওদের খাওয়াব।

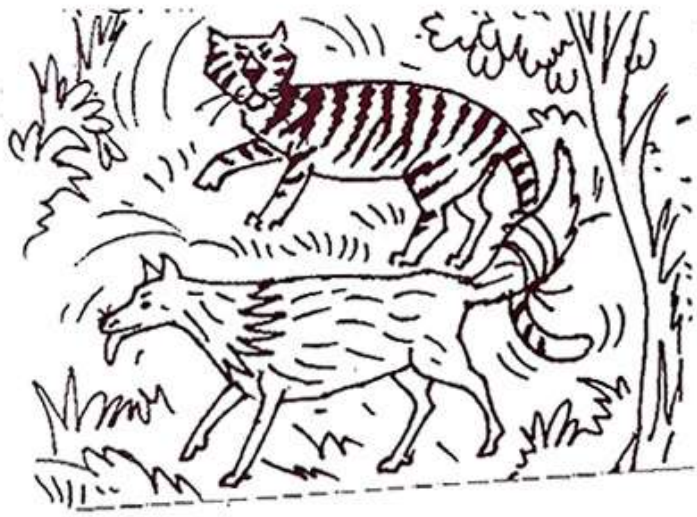

এই কথা কানে যেতেই বাঘমশাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল এবং শেয়ালকে বলল ঃ তোকে বিশ্বাস করেছিলাম, এই তার প্রতিফল! ঠিক আছে, এখন তো প্রাণে বাঁচি। পরে তোকে কী রকম উচিত শিক্ষা দিতে হয়,— তা আমার জানা আছে।

এই বলে বাঘমশাই লম্ফঝম্প দিয়ে দুদ্দাড় বেগে ছুটতে লাগল। শিয়াল পণ্ডিতের গলাটা তখনো তার দেহের সঙ্গে বাঁধা আছে। বাঘ ছুটছে, ছুটছে। লাফ মেরে মেরে ঝোপঝাড় চড়াই-উতরাই পাথুরে জমি টপকে ডিঙিয়ে কেবলই ছুটছে। শিয়ালের সর্বাঙ্গ থেঁতলে ছেঁচে রক্তাক্ত হয়ে গেল; কিন্তু বাঘমশায়ের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ ছোটার পর একেবারে ক্লান্ত নাজেহাল হয়ে বাঘমশাই থামল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এসেছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁফ নিতে নিতে রাগে গজগজ করতে করতে বাঘ বলল ঃ ব্যাটা হাড়বজ্জাত শেয়াল! আমি দাঁত দিয়ে পেট চিরে তোর সব নাড়িভুঁড়ি বের করে তবে ছাড়ব, তোর সব রক্ত পান করব। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সেই হবে তোর যোগ্য পুরস্কার।

শিয়াল বলল ঃ প্রভু, আপনি যদি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকেন, তাহলে সেই ভয়ংকর মহিলা রক্তের দাগ দেখে দেখে আবার এখানে এসে পড়তে পারে। কাজেই চলুন, এখান থেকে এখনই পালিয়ে যাই। পরে আপনি আমাকে যেরকম খুশি শাস্তি দেবেন, এখন তো প্রাণে বাঁচি!

শিয়ালের কথাটা বাঘমশায়ের খুব মনে ধরল। আর না, সেই ভয়ংকর মহিলা এবার হাতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না। বাঘমশাই নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শেয়ালের বাঁধন খুলে দিয়ে নিমেষে লম্বা দিল। শেয়ালও প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যেতে যেতে সে মনে মনে বলতে লাগল ঃ যে হিংস্র, সত্য কথা বলেও তার কাছে পার পাওয়া দুষ্কর।

অপদেবতা

ভিন্নকোটা গাঁয়ে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার নাম সানুভূতি।

সানুভূতি ছিল খুবই দরিদ্র। সারাদিন ভিক্ষে করে যা পেত, তাই দিয়ে কোনোমতে তার জীবিকা নির্বাহ হত।

সানুভূতির ব্রাহ্মণী ছিল ভয়ংকর রণচণ্ডী। স্বামী ভিক্ষে করে যে চাল নিয়ে আসত, সেই চাল রেঁধে যেটুকু ভাত হত, সে সবটা একাই গিলত; স্বামীকে এক মুঠোও দিত না। পাতে ভুক্তাবশিষ্ট যেটুকু পড়ে থাকত, সেইটুকুই কেবল জুটত তার স্বামীর কপালে। ওই পাত-কুড়োনো একমুঠো ভাতের বিনিময়ে সানুভূতিকে সমস্ত এঁটো থালা-বাসন ধুতে ও মুছতে হত।

এর ওপর, বামনি রোজ একগাছা করে দড়ি বানাত, আর রোজ রাত্রে সেই দড়িগাছা দিয়ে স্বামীকে উত্তম-মধ্যম ধোলাই দিত। এইভাবে সে তার হাতের চুলকানি আর সুড়সুড়ানির উপশম করত। বলতে কী, বেচারা সানুভূতির খুব দুঃখকষ্টের মধ্যেই দিন কাটত।

একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী দূর গ্রামে এক আত্মীয়ের কাছে একটা চিঠি পাঠানোর জন্যে সানুভূতিকে তার পত্রবাহক নিযুক্ত করল। অনেক দূরের গ্রাম। যেতে-আসতে দিন দশেক লাগে। তাতে কী? কিছু পয়সা তো মিলবে। তাই আনন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

সানুভূতি দশদিন ঘরছাড়া। ইতিমধ্যে তার বউ দশগাছা দড়ি বানিয়ে রেখেছে, সানুভূতি ফিরলেই সে সেই দশগাছা দড়ি তার স্বামীর পিঠে প্রয়োগ করবে। এই দশদিনে তার হাতের চুলকানি বেড়ে একেবারে দগদগে হয়ে উঠেছিল। চুলকানির যন্ত্রণা এতই অসহ্য হয়ে পড়ল যে বামনি একদিন রাত্রে আর ঘরে থাকতে না পেরে সেই দশগাছা দড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল গাঁয়ের শেষ সীমানায়। সেখানে একটা বড়োসড়ো ডুমুর গাছ ছিল। স্বামীকে হাতের কাছে না পেয়ে অগত্যা বামনি একের পর এক সেই দশ-দশগাছা দড়ি দিয়ে ওই ডুমুরগাছটাকেই আগাপাশতলা পিটিয়ে যেতে লাগল। যতক্ষণ হাতের সুখ না হয়, জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম না হয়—ততক্ষণ সে প্রাণপণে পিটতে থাকে। একসময় জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হল। বামনিও শান্ত হল।

ওই ডুমুরগাছটায় বাস করত এক ব্রহ্মরাক্ষস। অনেককাল ধরে সে ওই গাছটায় বাস করে আসছে। বামনি ডুমুরগাছটাকে পিটিয়েছে, কিন্তু মার পড়েছে সেই ব্রহ্মরাক্ষসটার পিঠে। মারের চোটে তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, জায়গায় জায়গায় কালসিটে পড়ে গিয়েছে। শেষমেশ আর সহ্য করতে না পেরে ব্রহ্মরাক্ষসটা প্রাণের ভয়ে ডুমুরগাছ ছেড়ে 'বাপরে' 'মারে' করতে করতে পালিয়ে বাঁচল।

যেতে যেতে ব্রহ্মরাক্ষস দেখতে পেল—সানুভূতি বাড়ি ফিরছে, তাঁর কাঁধে একটা ঝোলা, তাতে চাল আর কিছু তরিতরকারি আছে।